পতিত জমি ।। তৃতীয় সর্গ

নীলাঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়

।।কথন।।

আমি সেই বৃদ্ধ এবং অভিশপ্তভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। অভিশপ্ত কেননা আমাকে কঠিন, তির্যক এবং ক্রূর সত্যগুলিশুধুই বলে যেতে হয়; যা হয়তো মানুষের বিপন্নতাবোধ বাড়িয়ে দেয়। সত্য তো বরাবরই নিষ্ঠুর এবংধবংসকামী। তা কী মানুষের কোনোকাজে লাগে ? কোন কাজে লাগে? সত্য মানুষ ইচ্ছে মতন গিলতে পারে না। তা গলার কাছে কাঁটার মতন বিঁধেথাকে। আমার মুখ থেকেই একজন মানুষ জেনেছিল যে , সে যাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে; যে নারীর সঙ্গেসে রাতের পর রাত তুমুল সহবাসে মত্ত থেকেছে; — সেই স্ত্রী, সেইনারী প্রকৃতপ্রস্তাবে তার মা ! আমার মুখ থেকে এই নিষ্ঠুরতম সত্য জানার পর, সে, সেইঅভিশপ্ত পুষ প্রথমে তার হাতের লৌহদণ্ড ছুঁড়ে মেরেছিল আমার দিকে।শীর্ণ এবং দুর্বল আমি সেই নির্মম আঘাত এড়িয়ে যেতে পারি নি। আমার ডানবাহুতে এসে লেগেছিল সেই লৌহদণ্ড। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছিলাম আমি। আমার ডান বাহু থেকে গড়িয়ে নামছিল রক্ত। এরকম আঘাত করেও তার ক্রোধ মেটেনি।সিংহাসন থেকে নেমে এসেছিল সেই পুষ, সেই নৃপতি। তারপর আমার কাছাকাছি এসে হুঙ্কারদিয়ে উঠেছিল- তুই হচ্ছিস একজন হিঁজড়ে। এই সভায় সকলের সামনে তোকেউলঙ্গ করে দেব আমি? অন্ধমানুষ আমি।দৃষ্টিহীন। কিন্তু নিয়তিরনিষ্ঠুর পরিহাসে সত্যদ্রষ্টা । আমি যা ঘটছিল তা দেখতে পাচ্ছিলাম না কিছু। শুধু অনুভব করছিলাম ওরা আমাকে নাঙা করেদিচ্ছিল। সভায় উপস্থিত অনেক মানুষের কৌতুহলী দৃষ্টির সামনেক্রমশ প্রকাশ্য হচ্ছিল আমার উভলিঙ্গ শরীর, ঝুলে যাওয়া, লাবণ্যহীন,জরাগ্রস্ত নারী-স্তন যা আমার এই বিচিত্র শরীরের অংশ। আমার গোপন অঙ্গের কিছুটা পিঙ্গল, কিছুটাপক্ক কেশদাম। আমার অর্ধেক যোনি। আরঅর্ধেক লিঙ্গ। লজ্জায় কুঁকড়ে আরও ছোটহয়ে যাচ্ছিল আমার বার্ধক্যপ্রাপ্ত শরীর। দুর্বল কণ্ঠস্বরে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম- রাজা নিজেরঅগ্নিবর্ষী কাম তুমি চরিতার্থ করেছ নিজের মায়ের শরীরে; তাকেস্ত্রী ভেবে। তোমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতে হবে যেভাবে,তা আমার এই আজকের লজ্জার থেকেও আরও লজ্জাকর! তোমাকে আমি কণা করি। কারণ তুমি দুর্ভাগ্যের সন্তান!তুমি জানো না এখনও কত পীড়ন এবং লজ্জা অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্য .. . .।

উন্মত্ত ক্রোধে আমাকেপ্রহারকরেছিল সেই অভিশপ্ত পুষ । তারপর হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল অন্দরমহলের দিকে। এরপর কী হয়েছিল আপনারা সকলে জানেন। জানেন না ?

অবিকল সেই অভিশপ্ত পুষের মতনদেখতে একজন অন্ধ ভিখিরিকে আমি কতদিন ভিক্ষে করতে দেখেছি এইউদাসীন শহরের রাস্তায় রাস্তায়; উড্রাম ঘাটে, মিলেনিয়াম পার্কের কাছাকাছি, শহীদ মিনারের চত্বরে, কালিঘাটব্রিজে বেশ্যাদের ভিড়ে, গড়িয়াহাটের ট্রেডার্স অ্যাসেমব্লির সামনে। একদিন আমি; এই বয়সহীন, অন্ধ, উভলিঙ্গ সত্যদ্রষ্টা দেখেছিলাম সেই নৃপতিকে . . . .!

কোথায় দেখেছিলাম ? কী দেখেছিলাম ?

দেখেছিলামএই শহরে নতুন গজিয়ে ওঠা CITI ব্যাঙ্কের এক ঝাঁচকচকে শাখা অপিসের গেটের একপাশে সেই অন্ধ ভখিরি একা বসে নিজের মনে বাঁশি বাজাচ্ছে .....।

দু-হাজার কিংবা তারও অনেক বেশীবছর আগেকার এক ভয়াবহ ব্যক্তি -বিপন্নতার কথা ভেবে আর লাভ কী ?

আমিতো মৃত্যুহীন সত্যদ্রষ্টা। আমিও অভিশপ্ত। জরাগ্রস্থ নারীর ন্যাতানোস্তন বুকে নিয়ে হাজার হাজার বছর বেঁচে থ াকতে হচ্ছে আমাকে। আমিমৃত্যুহীন। অবিরাম গ্রামপতনের শব্দ আমার কানে আসে। নিষ্ঠুর নগরায়নের কোলাহল আম ারকানে আসে। আর মানুষের পতনেরযেহেতু কোনো শব্দ হয় না; তাই আমাকে দেখে যেতে হয় পতনোন্মুখমানুষের অ াকুলিবিকুলি একটু আলো কিংবা জলের জন্যে।

আজ ২৪.৮.২০০২ । সেই থীবস নগরীথেকে টেমস নদীর তীর। প্যারিসেরকাফে। এথেন্সের ভগ্নস্তূপ এ্যা ম্পিথিয়েচার। কোথায় না ঘুরছি আমি।আমি ক্লান্ত প্রাণ এক চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন। আজ এই মুহূর্তে আমি যে াধপূর পার্কের একবহুতল বাড়ির সামনে বসে আছি। আমিও একজন অন্ধ ভিখিরি এই বহুতল বাড়ির পাঁচতলায় এ -১১ফ্ল্যাটের অভ্যন্তর এই গোধূলিবেলায় কী ঘটতে চলেছে আমি জানি। কারণআমি একজন অভিশপ্ত সত্যদ্রষ্টা . . . . ।

।। ফ্ল্যাট নং এ -১১ ।।

সে, রিমি ঘর সাজিয়ে বসে আছেঋতুপর্ণ ভৌমিক কখন আসবেন। আজ এই ফ্ল্যাটে কেউ নেই। রিমি একা ইলে ারা আজ কাটোয়া তার বাড়িতে গেছে। শনিবার ও রবিবার সেখানেকাটিয়ে সোমবার সকালে ফিরবে। শহরের অভিজ াত এলাকাতে বহুতল বাড়িরফোর্থ ফ্লোরে এরকম একটা ঝাঁ- চকচকে আবাস পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনারকথা স্বপ্নেও কোনে াদিন মনে হয়নি রিমির। দক্ষিণ-উত্তরবঙ্গেরতোরণ-দরজা মালদা জেলার মেয়ে সে এক নামী বেসরকারি সংস্থায় টানা দু-বছর কম্পিউটারপ্রশিক্ষণ নেওয়ার পর হঠাৎই যে খাস কলকাতায় ভদ্রোচিত চাকরি জুটে যাবে এটাও তোস্বপ্নে কে ানোদিন ভাবেনি রিমি। কিন্তু কলকাতায় থাকবে কোথায় ? সেই কংক্রিট অরণ্যে তার তো কোনো আত্মীয় নেই ? ভ াবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়েছিল ইলোরারকথা ।ইলোরা তার দুরসম্পর্কের বোন। তার মা রিমির বাবার জাঠতুতোবে ান। সম্পর্কটা সত্যিই দূরের। কিন্তুকাটোয়া থেকে কলকাতার ব্যাঙ্কে চাকরি করতে গিয়ে ইলোরা যেযোধপুর পার্কে একট া বাসস্থান জুটিয়ে নিয়েছে সে খবর তো রিমিরজানা ছিল। তারপর বাবার ফোন কাটোয়ায়। জানা গেল , ইলোরার দাদ া, যিনি পূর্ত দপ্তরেরভারিক্কী ইঞ্জিনীয়ার। যোধপুর পার্কে একটি ফ্ল্যাটে কিনেছেন বটে কিন্তুএখনও নিজের সরকারি আব াসেই থাকেন। যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাট তালাবন্ধ থাকে। সেখানে ইলোরার জায়গা হয়েছে। রিমিরওজায়গা হল। রিমি ত ারসৌভাগ্যকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল।

ব্যাটারি-প্রস্তুতকারক এইসংস্থায় রিমির সঙ্গে মাত্র এক বছরে চুক্তি। কম্পিউটার অপারেটরের চাকরি। রিমি ছাড় া আরও পাঁচজনমেয়ে এই অফিসে চুক্তিবদ্ধ চাকরিতে। বেতন খারাপ কী? আটহাজার। কেটেকুটে সাতহাজার পাঁচশো ছিয়াশি। কিন্তু ভবিষ্যৎ ? এক বছরেরচুক্তি শেষ হয়ে গেলে রিমি কী করবে ? মালদাতে ফিরে যাবে ? তাকেন ? আবার চাকরির চেষ্টাকরতে হবে তাকে। অন্য কোনো সম্পদশালী সংস্থায়। অন্যরকম চুক্তিতে।চুক্তির পর চুক্তির পর চুক্তির পর অ াবারও চুক্তি চুক্তি এবং চুক্তি। এরকী শেষ নেই? চুক্তিহীন, স্থায়ীচাকরি কী একটা পাওয়া যায় না ? ইলোরার মতন ?

কয়েকদিন আগে সহকর্মী নন্দিতা বন্ধকম্পিউচারের সামনে বসেনিঃশব্দে কাঁদছিল। আর কেউছিল না শীতাত াপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে। শুধু রিমি ছিল । কাজ করছিল। তার কম্পিউটার সচলছিল। কিন্তু নন্দিতার কম্পিউটারের পর্দায় নধর ও ধূসর,প্রেমিক-প্রেমিকা কিংবা অহিংস চেহাবার এক বাঘ।

—কাঁদছ কেন ? নন্দিতা ?

—আর সাতদিন বাকি

—কীসের ?

—এদের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট শেষ হওয়ার । তারপর কী করব ?

—এগ্রিমেন্ট রিনিউ হবে না ?

—সব ঋতুপর্ণ ভৌমিকের হাতে ।

—পার্সোনেল ম্যানেজার ?

—হ্যাঁ ।

—কী বললেন উনি ?

—আমি জানি আমার এগ্রিমেন্ট রিনিউড হবে না । আমি তো সুন্দরী নই। টেবিলেমাথা নামিয়ে হাপুস্ কাঁদছিল নন্দিতা।

।। 'কলঙ্ক, আমি চোট লেগে যাওযা পাখি বুঝি নাঅবৈধতা'।।

. . . . বৈধতা কী? অবৈধতা কী ?..... সত্যিই সত্যিই আমি এসব বুঝি না। আমি একবিংশশতাব্দীর মেয়ে। যদিও আমার জন্মবিংশ শতাব্দীর আশি-তে। আমার প্রকৃত জীবন তো এই নতুন শতাব্দীরই । আমার শরীর ভাসমান মেঘ। শরীরনিয়েও আমার কোনো শুচিবাই নেই। আমি পেশাদার মনোভাবে বিশ্বাসী। পেশাগত কারণে শরীরকে যদিব্যবহার করতে হয় তো কী হয়েছে ? আমার আত্মা যদি অমলিন থাকে— তাহলে আর শরীর নিয়েঅস্বস্তি কেন ? সেই চোদ্দ বছরবয়স থেকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি বুঝে নিয়েছি এই শরীর আমার সম্পদ। আমি কী একে ব্যবহারকরতে পারি না (এটা এখনকার ভাবনা) যদি পেশাকে নিশ্চিত করতে আমার দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় ?...আমার চুক্তি রিনিউড হবে না আমি তো আর সুন্দরী নই..... নন্দিতার এই উক্তির ভাবগত অর্থ যে কীআমার বুঝতে বাকি আছে ?..

আমার চলছে আট মাস । তার মানে চার মাস বাদে আমিও কী নন্দিতারমতন টেবিলে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদব ? আমাকে তো দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে। কিছুতেই হেরে ধারধাড়া গোবিন্দপুরমালদাতে ফিরে যাওয়া চলবে না। এইশহরেই আমি হুহুঙ্কারে বেঁচে থাকব। অনেক পুষবন্ধু থাকবে আমার। কিন্তুকাউকেই বিয়ে করব না। নিজের ফ্ল্যাট কিনব আমি। গাড়ি কিনব । আমি এইজীবন আপাদমস্তক ভোগ করতে চাই।

সেদিন সন্ধে ছটা।

অফিস ফাঁকা।

আমি ঋতুপর্ণ ভৌমিকের চেম্বারেঢুকলাম।

— কী ব্যাপার মিস্ সেন ? আসুন ?

— স্যার অডিট-রিপ্লাইয়ের থার্টি পেজ দিয়েছিলেন আপনি। একটা ফ্লপিতে ভরে দিতেএনটায়ার ম্যাটার। সেটা এনেছি—।

— সো কুইক ? মার্ভেলাস ! আজদুপুরেই তো দিয়েছিলাম । থ্যাঙ্কইউ ।

ফ্লপি ঋতুপর্ণ-র হাতে দিতেগিয়ে আমার ম্যানিকিওর আঙুল ওর আঙুলে। কয়েক মুহূর্ত ছুঁইয়ে রাখলামআঙুলটা । কাজ হল।

— বসুন । কফি ? প্রৌড় ঋতুপর্ণ-র কপালে ঘাম।

ছাপান্ন বছরের একটা লোককেমাঝ-বুড়ো তো বলাই যায়। এসব লোকের বাড়িতে অশান্তি থাক আমি জানি।উঁচু পদের চাকরি-সর্বস্ব জীবন এদের। কোনো বন্ধু থাকে না এদের, শুধুই তক্ষক। ছেলে কিংবা মেয়েআই. আই.টি., খড়গপুর বা ওরকম কোথাও। স্ত্রী হয় যৌবনলুণ্ঠিত, ব্যাধিগ্রস্তাকিংবা মানসিক জটিলতার শিকার। কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার কারণে দুজনে বিচ্ছিন্ন। হ্যাঁ,এরকমই তো হয়ে থাকে ঋতুপর্ণদের জীবন । ছকবাঁধা। ছাঁচ বদ্ধ ।

সেদিন ঋতুপর্ণর গাড়িতে আমাকেলিফট। মাঝ-বুড়োটি যে উপোসী বোঝা গেল। গাড়ি যখন ইষ্টার্ণবাইপাসের মসৃণ এবং আধো -অন্ধকার রাস্তা ধরে ঋতুপর্ণেরই আদেশেটিমেতালে ছুটছিল তখন ঋতুপর্ণর থাবা কীভাবে ক্রমশ আমার কোমর থেকেবুকের দিকে দেয়ালের সংশয়গ্রস্ত কিংবা ভিতু টিকটিকির মতনস্তনচূড়ার দিকে উঠে আসছিল তা অনুভব করে বেশ মজাই লাগছিল। এইমানুষগুলো সাহসী হয় না, ভিতুই। আমি বরঁ একটু ঘন হয়ে ওর নার্ভাসনেসকাটালাম। আগ্নেয়গিরির লাভামুখ খুলে গেল। অগাধ জলের নীচে হাবুডুবু খাওযার অবস্থা ঋতুপর্ণর। আমারকিছুই মনে হচ্ছিল না। আমার মনে হচ্ছিলপাখির পালক খসে খসে পড়ছে আমার কাঁধে, পিঠে, ব্রেসিয়ারের হুকে;মৃদু স্পন্দিত স্তনবৃন্তে। ঋতুপর্ণ বাচচার মতো হাঁসফাঁস করছিল।আর আমি মনে মনে বলছিলাম আমার প্রিয় কবির কবিতার সেই অভূতপূর্বলাইনগুলো- তোমার তর্জনীর নাম ছিল খবরদার, তোমার অনামিনকার নাম ছিলপাইন পাতা, তোমার মধ্যমাকে বলতাম মঝ্লী দিদি . . . .

পাখি ডেকে উঠল ডোরবেলে। ঐমাঝবুড়োটা এসেছে। আজ ও আমার এই নির্জন ফ্ল্যাটে ডিনার করবে ।

‘ Flushedand decided, he assaults at once’

আমি নিয়তিনির্দিষ্ট দ্রষ্টা। তাই আমি সব অভ্যন্তর, সব গোপন, সত্য নামক ভাসমান জাহাজগুলিরদলদেশ, ফুটো, ডুবুরির ব্যর্থতা ও দীর্ঘশ্বাস সব আমাকে দেখে যেতে হয়। এ-১১নং ফ্ল্যাটের গভীর গোপনে কী ঘটছিল তাও আমাকে দেখতে হল। হা ঈশ্বর !নিদাণ সব সত্য ভক্ষণ করতেকরতে আমার কী রক্তবমি হবে ? ঠিক সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ গম-রং মাতি এসেদাঁড়াল বহুতল বাড়ির সামনে। গাড়িথেকে নামল যে লোকটি তার উচচতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির বেশি কখনইনয়। থলথলে ভুঁড়ি, গোল,চর্বিপুষ্ট মুখমণ্ডল, ঘাড় প্রায় অদৃশ্য, মাথার পেছনে বৃত্তাকার চকচকেটাকে চাঁদের রশ্মি; (একেই কী সুখটাক বলে ?) ছাই-রং সাফারি সুট, সবুট ঋতুপর্ণভৌমিক লিফটে উঠে গেল। তারপরআমার, সত্যদ্রষ্টা এই হতভাগার দৃষ্টি নিবন্ধহল এ-১১ ফ্ল্যাটেরঅভ্যন্তরে।

— আসুন আসুন স্যার—গুড ইভনিং!

— গুড ইভনিং ।..... বাহ্ ! এটা কী পরেছ ? কিমোনো ? মনে হচ্ছে আমার সামনে আগুনহয়ে দাঁড়িয়ে আছো! রিমি হাসে। গালেটোল। এরপর আরও কিছুক্ষণ বাক্য-বিনিময়। হাসি। খাদ্য। কফিপ্রত্যাখাত । ঋতুপর্ণ হাতের ব্রিফকেস থেকে বের করে কুমড়োপটাশসদৃশ বোতল।

— নাহ স্যার - ওসব আমি খাইনি কোনোদিন। প্লীজ আমাকেইনসিস্ট করবেন না ....

— আহ্ রিমি দুষ্টুমি করে না। এসো- চিয়ার্স - হ্যাভ আ সিপ। দেখবে আরো আগুন হয়ে উঠবেশরীর। তোমার এই শরীর পৃথিবীরঅন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এসো আমার কোলে এসো। লক্ষ্মী মেয়ে। চুমু খাও। আহ!সব পোশাক খুলে দাও। ব্রা-প্যান্টি খুলে দাও । আমার ট্রাউজার অন্তর্বাসখুলে দাও। আহ! আমি তোমার কাছে রোজ আসব রিমি ... !

— স্যার আমার হবে তো ?

— কী ?

— আরও এক বছর এক্সটেনশান ?

— এক বছর ? আমি রেকমেণ্ডকরব তোমার জন্যে একেবারে তিন বছরের এক্সটেনশান। আমার সুপারিশ এম. ডি. ফেলতে পারবেন নাআর তিনবছর আনইনচারাপটেড সার্ভিস মিনস পার্মানেন্ট ইন আওয়ার কনসার্ননেক্সট ইয়ার ....

---- স্যার আলোটা নিভিয়ে দেব? লজ্জাকরছে . . . .

— নাহ আলো থাক। . . . .

‘ By thewater Leman I sat down and wept’

— তুমি কাঁদছ কেন মেয়ে ?

— আপনি কে ?

— আমি অভিশপ্ত দ্রষ্টা । আমিসব দেখেছি।

— সব দেখেছেন ? ইস্ কী লজ্জা!

— আমি পুষ নই। তোমার লজ্জাপাওয়ার কারণ নেই।

— আপনি তো নারীও নন।

— না আমি পুরোপুরি নারীওনই।

— আপনি কোথায় থাকেন ?

— থীবস নগরীতে ।

— সেটা কোথায় ?

— ইতিহাস পড়লেই জানতেপারবে ।

— আপনি কী দেখেছেন ?

— অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎআমি ,সব দেখতে পাই। দেখতে চাই না তবুও দেখতে হয় আমাকে । এই নিদাণ দেখা থেকে আমার মুক্তি নেই। কেননা আমার মৃত্যু নেই। আমি তাইনির্জন নদীতীরে বসে কাঁদি। ছায়াপথ থেকে অলৌকিক আলো আমার প্রাচীনশরীরে এসে পড়ে। আমাকে ভূতগ্রস্তের মতন দেখায়। আমি কাঁদি। মানুষের জীবনে দুঃখ অনিবার্য এই ভেবে।

— আপনি যখন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাতাহলে একটা প্রশ্ন-

— কী ?

— আমার ভবিষ্যৎ কী ?

— জানি । কিন্তু বলব না।

— কেন ?

—ভবিষ্যৎ জীবনে দুঃখ অনিবার্য বলে।

— কেন দুঃখ ? সুখ নয় কেন ?

— কারণ তুমি অন্য কোনোপ্রাণী নও - মানুষ।

— আপনার কথা আমি বুঝতেপারছি না।

—আমার কথাও আমি বুঝতেপারি না ।

— আবার জিজ্ঞাসা করছি আমারভবিষ্যৎ কী ?

— অন্ধকার ছায়াপথ হাহাকার...

— আমি কী তবে ভুল করলাম?

— হ্যাঁ ভুল করেছ ?

— আমি কী পাপ করলাম ?

— নাহ্ পাপ নয় । ভুল ....

— কী ভুল ?

— তুমি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নওতাই জানতে না।

— কী ?

— যে, ঋতুপর্ণ ভৌমিক আরসাতদিন পরেই সাসপেণ্ড হবে। তোমারসঙ্গে কোম্পানীর চুক্তি আরো বাড়াবার জন্যে কর্তৃপক্ষের কাছে তার অনুমোদনগ্রাহ্যই হবে না । এই কোম্পানীতে ঋতুপর্ণর নিজেরই কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

— সাতদিন পরে ঋতুপর্ণ ভৌমিক সাসপেণ্ড হবে ?

— হ্যাঁ। কেননা তার বিদ্ধেকুড়ি লাখ টাকার একটা বিল জালিয়াতি করার অভিযোগ ছিল। তদন্তেসেই জালিয়াতি প্রমাণ হয়েছে।

— হায় ভগবান ! আমার তাহলেকী হবে ?

— তোমার জন্যে অপেক্ষায়আছে অন্ধকার ছায়াপথ হাহাকার .... আরো অবৈধতা এবং অনিশ্চিয়তা ....

রিমি কাঁদছে। তাকে এখন নন্দিতারমতন লাগছে। আমিও কাঁদছি।

ঠিক কাঁদছি না। বাঁশি বাজাচ্ছি। বাঁশিকাঁদছে। আমার ঠিকানা এখন এইশহরের একটা ফুটপাত। ব্যস্ত পথচারীরা কেউ আমার দিকে ফিরেও দেখছে না। বাঁশি শোনা তো দূরেরকথা .....

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com